



258312 - মৃত প্রাণীর হাড় এবং এ দিয়ে তৈরীকৃত পাত্রে হুকুম

প্রশ্ন

চীন কর্তৃক হাড় দিয়ে তৈরীকৃত পাত্রে খাওয়া কি জায়যে হব?ে? চাইনাতে কোন ধরণে হাড় থেকে পাত্রগুলো তৈরী করা হয় সগেলোর উৎস সম্পর্কে আমজাননা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

আহলে কতিবরা (ইহুদী ও খ্রিস্টান) ছাড়া মুশরকি কর্তৃক যা কিছু জবাই করা হয় সগেলো মৃতপ্রাণী হিসেবে গণ্য। এমনকি সবে জবাইকৃত প্রাণী যদি গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণী হয় তবুও।

পক্ষান্তরে, মৃতপ্রাণীর হাড় ব্যবহার করা— সবে প্রাণী গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণী হোক; কথিবা গাশত খাওয়া নাজায়যে এমন প্রাণী হোক— আলমেগণ এ নিয়ে মতভদে করছেন; সটো কি পবতির; নাকি নাপাক?

জমহুর আলমে এর অভিমিত হচ্ছ— এটি নাপাক। হানাফী আলমেগণ তাদের সাথে মতভদে করছেন। তারা এটাকে পবতির বলেন।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“মৃতপ্রাণীর হাড় নাপাক; সটো গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণীর হাড় হোক; কথিবা গাশত খাওয়া নাজায়যে এমন প্রাণীর হাড় হোক। এটি কোন অবস্থায় পবতির হব না। এটা হচ্ছ ইমাম মালকে, শাফয়েি ও ইসহাকেরে মাযহাব।

আর ইমাম ছাওরী ও আবু হানফির মাযহাব হচ্ছ— এটি পবতির। কোননা হাড়েরে মৃত্যু ঘটবে না; তাই এটি অপবতির হয় না; চুলেরে মত।

কনেনা গাশত ও চামড়া অপবতির হওয়ার হতৌ হল এর সাথে রক্ত ও আর্দ্রতা যুক্ত থাকা। হাড়েরে মধ্যে এটি পাওয়া যায় না।

আমাদের দললি হচ্ছ আল্লাহ তাআলার বাণী: “সবে বলে, ‘(মৃতেরে) কষয়প্রাপ্ত হাড়গুলোকে প্রাণ দবিনে?’ বলুন, যনি প্রথমবার সগেলোকে সৃষ্টি করছেন তিনিই প্রাণ দবিনে। প্রতটি সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত।”[সূরা ইয়াসীন,



৩৬:৭৯]

আর যহেতে প্ৰাণ থাকার আলামত হচ্ছে অনুভূতি ও ব্যথা পাওয়া। হাড়ের মধ্যযে গাশত ও চামড়ার চয়ে বশৌ ব্যথা পাওয়া যায়।

যে জনিসিরে মধ্যযে প্ৰাণ আছে সে জনিসিরে মৃত্যুও আছে। যহেতে মৃত্যু মাননে প্ৰাণেরে বচ্ছদে। যে জনিসিরে মৃত্যু ঘটতে সটো নাপাক হয়; যমেন গাশত।”[আল-মুগনী” (১/৫৪) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ অভমিতকে অগ্রগণ্যতা দয়িছেনে। দেখুন: “আল-শারহুল মুমতী” (১/৯৩)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) হানাফি মাযহাবেরে অভমিতকে নর্বিচান করছেনে। তিনি বলেন:

“মৃতপ্ৰাণীর হাড়, শং ও নখ এবং এ জাতীয় যা কিছু আছে যমেন খুর, চুল, পালক ও পশম ইত্যাদি: পবতির। এটি ইমাম আবু হানফিার অভমিত। মালকে ও হাম্বলি মাযহাবেও এমন একটি কথা আছে।

এ অভমিতটি সঠিক। কনেনা এ জনিসিগুলোর মূল বধিান হলো পবতিরতা; আর এগুলো অপবতির হওয়ার পক্ষযে কোন দললি নহে।

তাছাড়া এ জনিসিগুলো ভাল শ্ৰণীয়; মন্দ শ্ৰণীয় নয় যে, হালাল বরণনাকারী আয়াতেরে অধীনে এগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা কিছুকে মন্দ শ্ৰণীয় হিসেবে হারাম করছেনে সেগুলোর মধ্যযে এ জনিসিগুলো পড়বে না; শব্দগত দকি থেকেও নয় এবং মর্মগত দকি থেকেও নয়।

শব্দগত দকি থেকে নয়: যমেন আল্লাহ্ৰ বাণী: **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** (তোমাদের উপর মৃতপ্ৰাণী হারাম করা হয়ছে) এর মধ্যযে চুল ও এ জাতীয় জনিসিগুলো পড়বে না। অর্থাৎ যহেতে মৃতেরে বপিরিত জীবতি। জীবন দুই প্ৰকার: প্ৰাণীর জীবন ও উদ্ভদিরে জীবন। প্ৰাণীর জীবনরে বশেষিট্য হল: অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া। আর উদ্ভদিরে জীবনরে বশেষিট্য হচ্ছে: বৃদ্ধি পাওয়া ও পুষ্টি গ্রহণ।

হারামকৃত মৃতপ্ৰাণী: যাতে অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া নহে। পক্ষান্তরে, চুল বাড়ে ও পুষ্টিগ্রহণ করে এবং উদ্ভদিরে মত লম্বা হয়। উদ্ভদিরে কোন অনুভূতি নহে এবং উদ্ভদি নজি ইচ্ছায় নড়াচড়া করে না। এর মধ্যযে জীবরে মত প্ৰাণ নাই যে, সে প্ৰাণেরে বচ্ছদে মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং এমন জনিসি নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নহে।

যারা এমন অভমিত ব্যক্ত করনে তাদেরকে বলা হবে: আপনারা নজিরোও তো আয়াতেরে শাব্দকি ব্যাপকতাকে দললি হিসেবে গ্রহণ করনে না। কনেনা যে সব প্ৰাণীর রক্ত নাই; যমেন- (মরা) মাছি, বচ্ছু ও পোকা; এগুলো আপনাদেরে নকিটেও অপবতির



নয় এবং জমহুর আলমেরে কাছগে অপবত্রি নয়। অথচ এ এগুলোর মৃত্যু জীবরে মৃত্যুর মত।

ব্যাপারটি যহেতে এ রকম এর থেকে জানা গলে যে, মৃতপ্রাণী অপবত্রি হওয়ার হতে হল মৃতপ্রাণীর মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে থাকে। আর যে প্রাণীর মাঝে তরল রক্ত নহে সটো মারা গলেগে তাতে কোন রক্ত জমাট বাধে না; তাই সটো নাপাক হয় না।

তাই এ ধরণে জীবরে চয়ে হাড় ও হাড় জাতীয় জনিসি নাপাক না হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত। কেননা হাড়রে ভতেরে কোন তরল রক্ত নাই এবং হাড়রে ইচ্ছাধীন নড়াচড়াও নাই; অন্যকছির অনুবর্তী হওয়া ছাড়া।

সুতরাং অনুভূত শিক্তরি অধিকারী, স্ব-ইচ্ছায় নড়াচড়াকারী পরপূর্ণ জীব যদি এর মধ্যে তরল রক্ত না থাকার কারণে নাপাক না হয় তাহলে হাড়রে ভতেরে তরল রক্ত না থাকার পরগে সটো কভাবে নাপাক হব...?

বষিট যহেতে এমন অতএব, হাড়, নখ, শং, খুর ইত্যাদি যাতে প্রবহমান রক্ত নাই সগেলগে নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নাই। এটাই অধিকাংশ সালাফরে অভিমত।

যুহরী বলনে: এ উম্মতরে উত্তম প্রজন্ম হাত্রি হাড় দিয়ে তরৌকৃত চরিনী দিয়ে মাথা আঁচড়াতনে।

হাত্রি দাঁতরে ব্যাপারে একটি পরচিতি হাদসি বরণতি হয়ছে; কিন্তু সে হাদসিরে ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আছে। এটি সগে আলচনা করার স্থান নয়। কারণ আমাদরে সে হাদসি দিয়ে দললি দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

আরও বলা যায়, চামড়া তগে মৃতপ্রাণীর অংশবশিষে। চামড়ার মধ্যে রক্ত আছে; যমেনভাবে মৃতপ্রাণীর অন্য সকল অংশে রক্ত রয়ছে। তা সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়া দাবাগতকরণ (প্রক্রিয়াজাত করণ)কে চামড়ার জবাই হিসাবে গণ্য করছেন। কেননা প্রক্রিয়াজাতকরণ চামড়ার আর্দ্রতাকে শুকিয়ে ফলে।

এটি প্রমাণ করে যে, অপবত্রিতার কারণ হল আর্দ্রতা। হাড়রে মধ্যে কোন তরল রক্ত নাই। হাড়রে ভতেরে যা কিছু থাকে সটো শুকিয়ে যায়। হাড়কে চামড়ার চয়ে বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়। সুতরাং চামড়ার চয়ে হাড় পবত্রি হওয়া অধিক উপযুক্ত।”[আল-ফাতাওয়াল কুবরা (১/২৬৬-২৭১) সমাপ্ত]

সংক্ষিপ্তসার:

যদি এ পাত্রগুলো গগেশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণীর হাড় দিয়ে তরৌকৃত হয় যে প্রাণীকে কোন মুসলমি বা কোন আহলে কতিব জবাই করছেন তাহলে এ সব পাত্র পবত্রি এবং এগুলো ব্যবহার করা হালাল।

আর যদি এমনটি না হয়— চীন দেশে কষতেরে যটো ঘটর সম্ভাবনাই প্রবল— তাহলে এ পাত্রগুলো মৃতপ্রাণীর হাড় থেকে তরৌ। মৃতপ্রাণীর হাড়রে ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে খুবই শক্তিশালী। তাই একজন মুসলমিরে জন্য উত্তম হল এ ধরণে



পাত্ৰ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা। এগুলো ছাড়াও অনেকে পাত্ৰ রয়েছে।

যদি এ পাত্ৰগুলো মৃতপ্রাণীর ভস্মীকৃত হাড়ের ছাই দিয়ে তরী করা হয় তাহলে সটো হতে পারে। যহেতে ছাই নাপাক নয়। যহেতে রূপান্তরে মাধ্যমে সটে পবতির হয়ে যায়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।